দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 02 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ...

প্রশাসনের দায়িত্বহীনতায় আবাসিক পরিচয় নিয়ে বিড়ম্বনায় ৪০ শিক্ষার্থী

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

■ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল প্রশাসনের দায়িত্বহীনতায় প্রায় ৪০ জন আবাসিক শিক্ষার্থী তাদের আবাসিক পরিচয় নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছেন। ২০১৩ সালে অন্যান্য হলের সংযুক্তি বাতিল করে এই হলের আবাসিক ছাত্র হয়েছেন, মূলত এমন শিক্ষার্থীরাই এই বিড়ম্বনায় পড়েছেন।

জানা গেছে, ২০১৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল চালু হয়। একই বছরের শেষের দিকে শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম হলের প্রায় ৪০ জন শিক্ষার্থী তাদের পূর্বের হল বরাদ্দ বাতিল করে বঙ্গবন্ধু হলে আসন নেওয়ার জন্য আবেদন করেন। বঙ্গবন্ধু হলের তৎকালীন প্রশাসন শিক্ষার্থীদের এই আবেদন মঞ্জুর করে। কিন্তু তারা পূর্বের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে বঙ্গবন্ধু হলে সংযুক্তির জন্য ওই ছাত্রদের নামের তালিকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে পাঠায়নি। ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষের বঙ্গবন্ধু হলের কয়েকজন আবাসিক ছাত্র তাদের স্নাতক পাসের সনদপত্র তুলতে গেলে এ ত্রুটি ধরা পড়ে। এতে তাদের আবাসিক পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

ভুক্তভোগী কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, তখন হল প্রশাসনের দায়িত্বহীনতার কারণে এমনটি হয়েছে। অথচ আমাদের আবাসিক পরিচয়ের সকল কাজ সম্পন্ন করেছে বঙ্গবন্ধু হল। আমরা প্রায় তিন বছর ধরে হলের আবাসিক ফি-ও প্রদান করছি। আমাদের নামে হলের পরিচয় পত্রও প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকশন অফিসার মোশারফ হোসেন বলেন, ২০১৩ সালে অন্য হল থেকে যে সব শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধু হলে আবাসিক হতে আবেদন করেছিলেন তাদের নামের তালিকা আমাদের কাছে পাঠানো হয়নি। এ কারণে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

২০১৩ সালে বঙ্গবন্ধু হলের প্রাধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ চন্দ্র দেব। তিনি বলেন, 'আমি শেষের দিকে যখন দায়িত্ব থেকে চলে আসি তখন এ নামের তালিকা প্রেরণ করার কথা ছিল।'

বর্তমান হল প্রাধ্যক্ষ দুলাল চন্দ্র নন্দী এই সমস্যার জন্য তৎকালীন হল প্রশাসনকে দায়ী করে বলেন, 'এ সমস্যা বর্তমান প্রশাসনের নয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে এর সমাধানের ব্যাপারে কথা হয়েছে।'